১০

ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ভূমিকাঃ

ভৌগলিক আয়তন ও জনসংখ্যাগত বিচারে ফ্রান্স ইউরোপের একটি ছোট দেশ হলেও এর রাজনৈতিক প্রভাব ইউরোপ ছাড়িয়ে সারা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। রাজনৈতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ফ্রান্স অনন্য। স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব (Liberty, Equality and Fraternity)-এর শ্লোগানে ১৭৮৯ সালে মহান বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল ফ্রান্সেই। রাজতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত এবং সশস্ত্র এ বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লুই সম্রাটের শাসন ও শোষণের পরিসমাপ্তি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ফ্রান্সের সুদীর্ঘ ইতিহাস হলো শাসনতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস। এ কারণে, ফ্রান্সকে অনেকে শাসনব্যবস্থার গবেষণাগার হিসাবে অভিহিত করার পক্ষপাতী। এছাড়াও ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য সামরিক শক্তির অধিকারী। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর পক্ষে ফ্রান্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখনও ইউরোপের একটি অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভূমিকা রাখছে। ১৭৮৯ থেকে বর্তমান পর্যন্ত অনেক ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এখানে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এর মধ্যে রয়েছে রাজতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র এবং বোনাপার্টতন্ত্র। একই সাথে সচেতন জনগণের বিপ্লব এবং সামরিক ক্যু এ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান ফলে এ পরিবর্তন দেখা গেছে। তা সত্ত্বেও ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় খুব একটা ধ্বস নামে নি। ইউরোপের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ফ্রান্স প্রায় সব সময়ই অবস্থান করেছে। এ কারণে বলা যায় ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থানের দাবীদার।

আসুন এবারে আমরা 'ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থা' শীর্ষক ইউনিটের পাঠের বিষয়কে নিম্নে উল্লেখিত ৫ (পাঁচ)টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করি ঃ

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- *পাঠ - ১ ঃ ফ্রান্সের পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য*
- *পাঠ - ২ ঃ ফ্রান্সের পার্লামেন্ট*
- *পাঠ - ৩ ঃ ফ্রান্সের শাসন বিভাগ*
- *পাঠ - ৪ ঃ ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থা*
- *পাঠ - ৫ ঃ ফ্রান্সের দলীয় ব্যবস্থা*

পাঠ-১ ফ্রান্সের পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ফরাসী পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ফ্রান্সের বর্তমান সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- ফরাসী সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

ফ্রান্সের বর্তমান সংবিধানটিকে বলা হয় পঞ্চম প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান (The Fifth Republic)। অর্থাৎ ফ্রান্সের এ 'পঞ্চম প্রজাতন্ত্র' -এর আগে আরও চারটি প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র কায়েম হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয় ১৭৮৯ সালে। রাজশক্তির অপশাসন হটিয়ে মহান ফরাসী বিপ্লব যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করে তারই পথ ধরে ১৭৯২ সালে ফ্রান্সে নতুন একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয় এবং প্রথম প্রজাতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। এরপর ১৯৪৮ -এ ২য় প্রজাতন্ত্র, ১৮৭০ -এ তৃতীয় প্রজাতন্ত্র, ১৯৪৬ -এ চতুর্থ প্রজাতন্ত্র এবং ১৯৫৮ সালে পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। এখন আমরা পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করব।

পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের ক্রমবিকাশ

ফ্রান্সের চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের পতন হয় খুব তাড়াতাড়ি। স্বল্পস্থায়ী চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে যে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার সমগ্র পরিকল্পনাটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ ও অসংগতিমূলক। এছাড়াও অল্প সময়ের মধ্যে ২০টি মন্ত্রিসভা গঠন, মন্ত্রিসভার সাথে জাতীয় সভার জটিল সম্পর্ক, দুর্বল ও মর্যাদাহীন সাধারণতন্ত্র পরিষদ, উপযুক্ত নেতত্বের অভাব, ফরাসী সাম্রাজ্যের দোদুল্যমান অবস্থা এবং সামরিক বাহিনীর একাংশ এবং জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ইত্যাদি কারণে এর পতন ত্বরান্বিত হয়। ফ্রান্সের এ সংকটকালীন অবস্থায় শাসনভার গ্রহণ করার জন্য দ্য গলকে আহবান করা হয়। চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফ্লিমলিন পদত্যাগ করেন। রেনে কোটি জাতীয় নিরাপত্তার উপর জোর দেন এবং দ্য গলকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা ঘোষণা করেন। জেনারেল দ্য গল এ আবেদনে সাড়া দেন। কিন্তু তিনি দু'টি শর্ত আরোপ করেন। শর্ত ২টি হলো ঃ (১) দেশের সমকালীন সংকট মোকাবিলা করার জন্য তাঁকে পরিপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে; এবং (২) তাঁর সরকারকে ফ্রান্সের জন্য একটি স্থায়ী সংবিধান প্রণয়নের অধিকার দিতে হবে। জাতীয় সভা (National Assembly) এ দু'টি শর্তই স্বীকার করে নেয় এবং যাবতীয় ক্ষমতা ছ'মাসের জন্য তাঁর হাতে ন্যস্ত করা হয়। ক্ষমতাসীন হবার অব্যবহিত পরেই ফ্রান্সের জন্য একটি স্থায়ী সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে দ্য গল আত্মনিয়োগ করেন। সংবিধানের মূলনীতি হিসাবে তিনি কতকগুলো মৌলিক আদর্শের কথা উল্লেখ করেন। আদর্শগুলো হল ঃ

- ফ্রান্সে সংসদীয় বা দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন;
- গণতন্ত্রসম্মত শাসনতান্ত্রিক কাঠামো;
- সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা;
- আইন ও বিচার বিভাগের মধ্যে পৃথকীকরণ;
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ;

ফ্রান্সের মূল ভূখন্ডের সঙ্গে ফরাসী অধ্যুষিত অন্যান্য অঞ্চলের সংযোগ সাধন। এ সকল মৌলিক সাংবিধানিক নীতিগুলোর ভিত্তিতে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধান প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হয়। এ সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করে একটি ক্ষুদ্র ক্যাবিনেট কমিটি। দুই মাসের মধ্যে খসড়ার কাজ সমাপ্ত হয় এবং খসড়াটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে। খসড়া সংবিধানটি সাংবিধানিক পরমর্শদাতা কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হয়। মোট ৩৯ জন সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়েছিল। তার মধ্যে ২৬ জন সদস্য ছিলেন জাতীয় সভা ও সাধারণতান্ত্রিক পরিষদের প্রতিনিধি। এ কমিটির কয়েকটি ছোটখাট সংশোধনের সুপারিশগুলো সরকার মেনে নেয়। তারপর ১৯৫৮ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর সংশোধিত সংবিধানটি গণভোটে পেশ করা হয়। বিপুল জনসমর্থনের ভিত্তিতে সংবিধানের খসড়াটি গণভোটে অনুমোদিত হয়। গণভোটে ভোট দাতাদের ৭৯.২৫ শতাংশ ভোট সংবিধানের সমর্থনে প্রদত্ত হয়। এ সংবিধানটি প্রবর্তিত হয় ১৯৫৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর থেকে। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে জরজেস মাররান্নি (Georges Marranne) এবং আলবার্ট চ্যাটেলেট (Albert Chatelet) কে পরাজিত করে দ্য

গল রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। মাইকেল দেব্রে (Michael Debre) প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের প্রথম সরকার গঠন করেন।

বর্তমান সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য

ফ্রান্সের বর্তমান সংবিধানটিকে বলা হয় পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধান। একে দ্য গল সংবিধানও (De Gaulle Constitution) বলা হয়। অন্যান্য সাধারণ সংবিধান অপেক্ষা এটি একটু জটিল। কারণ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী রীতি-নীতিগুলোকে গ্রহণ করা হয়েছে। তার ফলে এ সংবিধানটির প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাখ্যা দূরহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টতা ও সামগ্রিকতার অভাবও পরিলক্ষিত হয়। ফ্রান্সের পূর্বতন সংবিধান থেকে এর পার্থক্যগুলো হলো - (১) শাসন বিভাগের ক্ষমতার সম্প্রসারণ এবং প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের থেকে রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান; এবং (২) পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস।

ফ্রান্সের পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

- এ সংবিধানের একটি প্রস্তাবনা এবং ৯২টি ধারা বা অনুচ্ছেদ আছে। সংবিধানের এ ধারাগুলোকে ১৫টি অধ্যায়ে (Title Chapter) বিন্যস্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মূল সংবিধানে ১৪টি অধ্যায় এবং ৮৯ টি অনুচ্ছেদ ছিল।
- আলোচ্য সংবিধানে তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত মূলনীতি ও আদর্শগুলোকে অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। মানবাধিকার এবং জাতীয় সার্বভৌমিকতার উপর অবিচল আস্থা জ্ঞাপনের কথা বলা হয়েছে।
- পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে বলা হয়েছে যে ফ্রান্স হবে "একটি অবিভাজ্য, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সামাজিক সাধারণতন্ত্র"। সংবিধানের ২নং ধারায় বলা হয়েছেঃ "সরকারের মূলনীতি হবে জনগণের দ্বারা, জনগণের কল্যাণের জন্য, জনগণের শাসন"।
- সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে জনগণই হল জাতীয় সার্বভৌমকতার অধিকারী।
- সংবিধানের ১নং ধারা এবং ৭৭ থেকে ৮৭ ধারার মধ্যে ফ্রান্সকে একটি সম্প্রদায় (Community) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ কমিউনিটি গঠিত হবে ফরাসী সাধারণতন্ত্র এবং সমুদ্রপারের সেই সমস্ত অঞ্চলের জাতিগুলোকে নিয়ে যারা স্বাধীন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সংবিধান গ্রহণ করবে।
- রাষ্ট্রপতি মিতেঁরা (Francois Mitterand) ১৯৯২ সালের জুন মাসে একটি ডিক্রী জারি করেন। এ ডিক্রীর মাধ্যমে ফরাসী সংবিধানে একটি স্বতন্ত্র্য অধ্যায় যুক্ত হয়। এ নতুন অধ্যায়টির নামকরণ করা হয় ইউরোপিয়ান কম্যুনিটি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (European Community and European Union).
- পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়েছে।
- এ সংবিধানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার মধ্যে এক বিরল সংমিশ্রণ সম্পাদিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি উভয়েই শাসন ক্ষমতা ভোগ করেন এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
- ফরাসী প্রজাতন্ত্রের জন্য দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা সংবিধান স্বীকার করে নেয়।
- আইন সভা এখানে সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
- ফ্রান্সের এ সংবিধানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সীমিত প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।
- পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে গণভোটের ব্যবস্থা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এ সংবিধানে কতগুলো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে গণভোট গ্রহণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।
- এ সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে প্রভূত ক্ষমতাশালী করা হয়েছে। জরুরি অবস্থায় তার ক্ষমতার পরিধি বিশেষভাবে প্রসারিত হয়।
- এ সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর শাসনতান্ত্রিক পরিষদ (Constitutional Council)। সংবিধান বিশেষজ্ঞের মতে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। শাসনতান্ত্রিক পরিষদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।
- পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি বিচার বিভাগীয় উচ্চতর সংস্থা (The Higher Council of the Judiciary)। সংবিধানের ৬৭ ধারায় একটি উচ্চ আদালত সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং সেই সাথে একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কথাও বলা হয়েছে।
- সংবিধানের ১১ ও ৮৯ নং ধারায় সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে দু'ধরনের পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী বা আইনসভার সদস্যদের অনুরোধক্রমে রাষ্ট্রপতি সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব আনতে পারেন। এ প্রস্তাবটি প্রথমে আইনসভার দু'টি কক্ষের প্রতিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে

সরকারের মূলনীতি হবে জনগণের দ্বারা, জনগণের কল্যাণের জন্য, জনগণের শাসন"।

গৃহীত হওয়া দরকার। রাষ্টপতি এরপর কক্ষদ্বয়ের যুক্ত অধিবেশনে গণভোটের আয়োজন করেন। প্রস্তাবটি তিন-পঞ্চমাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হলে সংবিধান সংশোধনের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। তবে, সংবিধানের মৌল কাঠামো এবং সাধারণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইত্যাদি কতকগুলো বিষয় সংবিধান সংশোধন দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না।

সারকথা

ফ্রান্সের বর্তমান সংবিধান হচ্ছে পঞ্চম প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান। চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের পতনের পর এ সংকটকালীন সময়ে দ্য গলকে ছ'মাসের জন্য যাবতীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। তার নেতৃত্বে নতুন সংবিধান প্রণীত হয়। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে পরস্পর বিরোধী কতগুলো নীতি গৃহীত হয়েছে। পূর্বের তুলনায় সংবিধানে শাসন বিভাগ ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে জনগণকে সার্বভৌমত্বের উৎস হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। এতে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার এক বিরল সংমিশ্রণ ঘটেছে। চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের তুলনায় এ সংবিধানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় সংযোজিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ফ্রান্সের চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের পতন হয়-
ক. ১০ বছরের মধ্যে; খ. ১১ বছরের মধ্যে;
গ. ১২ বছরের মধ্যে; ঘ. ১৩ বছরের মধ্যে।

২. ফ্রান্সের যাবতীয় ক্ষমতা দ্য গলকে প্রদান করা হয়-
ক. ৮ মাসের জন্য; খ. ১২ মাসের জন্য;
গ. ১৬ মাসের জন্য; ঘ. ৬ মাসের জন্য।

৩. ফ্রান্সের যাবতীয় ক্ষমতা দ্য গলকে প্রদান করা হয় -
ক. ১৯৫৮ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর; খ. ১৭৮৯ সালের ২৬শে আগস্ট;
ঘ. ১৯৫৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর; ঘ. ১৯৫৭ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি।

৪. পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি ক'টি ?
ক. ১টি; খ. ২টি;
গ. ৩টি; ঘ. ৪টি।

উত্তরমালাঃ ১। গ ২। ঘ ৩। গ ৪। খ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. দ্য গল ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের মূলনীতি হিসাবে কি কি মৌলিক আদর্শের কথা উল্লেখ করেন?
২. পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধান বলতে কি বুঝেন?
৩. সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফ্রান্সের পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করুন।
২. ফ্রান্সের বর্তমান সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

ফ্রান্সের পার্লামেন্ট

পাঠ-২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ফ্রান্সের পার্লামেন্টের গঠন ও কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন;
- পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ (জাতীয়সভা ও সিনেট)-এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ফ্রান্সের পার্লামেন্টে 'আইন প্রণয়ন পদ্ধতি' সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধান অনুসারে ফরাসী আইনসভাকে 'পার্লামেন্ট' বলা হয়। ফ্রান্সের পার্লামেন্ট ব্যবস্থায় কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্য গড়ে উঠে নি। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবের পর আজ অবধি ফ্রান্সে বহু সরকার গঠিত হলেও সব সময় একই রীতিতে আইনসভা গড়ে ওঠে নি। তবে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধান অনুসারে পার্লামেন্ট দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। এখন আমরা ফ্রান্সের পার্লামেন্ট সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করব।

পার্লামেন্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট ফ্রান্সের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের নাম সিনেট (Senate) এবং নিম্নকক্ষের নাম জাতীয় সভা (National Assembly)। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে পার্লামেন্টের কক্ষ দু'টির মেয়াদ, সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, তাদের বেতন প্রভৃতি বিষয়ে কিছু বলা হয় নি। সাংগঠনিক আইন (Organic Law) -এর মাধ্যমে এ সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

সিনেটের সদস্যরা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে। একটি নির্বাচিত সংস্থা (Electoral College) দ্বারা। বর্তমানে সিনেটের সদস্য সংখ্যা ৩২১ জন। প্রত্যেক সদস্যের কার্যকাল ৯ (নয়) বছর। প্রতি তিন বছর অন্তর সিনেটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। সিনেটের একটি ব্যুরো আছে।

বর্তমানে জাতীয় সভার সদস্যসংখ্যা ৫৭৭ জন। এরা সরাসরি নির্বাচিত হন। ফরাসী জাতীয় সভার কার্যকাল হল ৫ (পাঁচ) বছর। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতি জাতীয়সভাকে ভেঙ্গে দিতে পারেন। জাতীয় সভারও একটি ব্যুরো আছে।

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বহুলাংশে সীমিত। সংবিধানের ৩ ধারায় জনগণের সার্বভৌমত্ব তথা পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ নীতিকে কার্যকর করা হয় নি। বরং সংবিধানকে পার্লামেন্টের কাজকর্মের পরিধি এবং পরিমাণকে হ্রাস করা হয়েছে। পূর্ববর্তী ফরাসী সরকারগুলোর পতনের পিছনে শক্তিশালী পার্লামেন্টকেই দায়ী করা হয় এবং তার প্রতিকার হিসাবে পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়। সীমিত ক্ষমতার অধিকারী বলে এ পার্লামেন্টকে 'Rationalised' পার্লামেন্ট বলা হয়ে থাকে। পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ সংবিধানের ৩৪ ধারায় বলা হয়েছে, পার্লামেন্ট সকল আইন প্রণয়ন করবে। এ ধারার শেষে বলা হয়েছে, পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত ক্ষমতার পরিধিকে সাংগঠনিক আইনের মাধ্যমে প্রসারিত করা যাবে।

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ সরকারী আয়-ব্যয় বা অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে পার্লামেন্টের ক্ষমতা আছে। তবে তা সীমিত পরিমাণে।

সরকারকে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ সংবিধানে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ জাতীয় সভার কাছে সরকারের দায়িত্বশীলতার কথা বলা হয়েছে। এ নিয়ন্ত্রণ ৩ (তিন) উপায়ে হয় ঃ (১) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ, (২) স্থায়ী কমিটি ও বিশেষ কমিটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও (৩) নিন্দা প্রস্তাবের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ।

রাষ্ট্রপতির উপর তদারকি সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং জাতীয় সভাকে বাতিল করা ইত্যাদি কাজে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সাথে পরামর্শ করতে বাধ্য।

জাতীয় সভা ও সিনেটের মধ্যে সম্পর্ক

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে জাতীয় সভার ক্ষমতাকে কতকাংশে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং সিনেটকে ক্ষেত্র বিশেষে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। পূর্ববর্তী ফরাসী শাসনব্যবস্থায় অতীত দিনের উচ্চ কক্ষ যে ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করত, তার তুলনায় সিনেটের ক্ষমতা ও মর্যাদা অধিক। প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থ বিল এবং সরকারের দায়িত্বশীলতা বা নিন্দা-প্রস্তাবের বিষয় ছাড়া সিনেট এবং জাতীয় সভার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আকারে প্রকারে মোটামুটি সমান। রাজস্ব বা অর্থবিল জাতীয় সভার উত্থাপিত হয়। তবে উত্থাপিত হলেও সিনেটের অনুমোদন লাগে। এ সংবিধানে কয়েকটি ক্ষেত্রে সিনেটকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রপতির পদ কোন কারণে শূন্য হলে বা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অক্ষম হলে সিনেটের সভাপতি এ দায়িত্ব পালনের অধিকার পান।

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

আইনের খসড়া প্রস্তাবকে 'বিল' (Bill) বলা হয়। বিল দু'ধরনের হয়। যথা ঃ সরকারী বিল এবং বেসরকারী বিল। সরকারী বিলের মধ্যে এক ধরনের বিল রয়েছে তাকে 'রাজস্ব বিল' বলে। সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের যেকোন কক্ষে বিল উত্থাপিত হতে পারে। যে কক্ষে বিল উত্থাপিত হয়, প্রথমে সংশ্লিষ্ট কক্ষের ব্যুরোর কাছে বিলটিকে পাঠানো হয়। তারপর ছাপার আকারে উপযুক্ত কমিটির কাছে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষের ৬টি স্থায়ী কমিটি আছে। পাঠানোর সময় বিলটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা থাকে। আবার সরকারের দাবী বা সংশ্লিষ্ট কক্ষের অনুরোধক্রমে বিলটিকে কোন বিশেষ কমিটির কাছেও পাঠানো যায়। কমিটি বিলটি বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট কক্ষে প্রতিবেদন পেশ করে। সাধারণত তিন মাসের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। প্রতিবেদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কক্ষে বিলটি সম্পর্কে প্রথমে সাধারণ আলোচনা হয়। এরপর বিলটির প্রতিটি ধারার উপর বিতর্ক হয় এবং ভোট গ্রহণ করা হয়। তারপর সংশোধনসহ সমগ্র বিলটির উপর ভোট গ্রহণ করা হয় এবং ভোটের ফলাফলের উপর বিলটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আইন প্রণয়নের এ স্তরটিকে বিলের প্রথম পাঠ (First Reading) বলা হয়ে থাকে। তারপর বিলটিকে পার্লামেন্টের অপর কক্ষে পাঠানো হয়। অপর কক্ষেও একইভাবে বিলটি আলোচিত হয়। এখানেও ভোটাভুটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উভয় কক্ষের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিলটি গৃহীত হলে, বিলটিকে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টে পাস হওয়া বিলে 'ভেটো' দিতে পারেন না। তবে তিনি বিলটি পাওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিলটি বা বিলটির কোন ধারা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করার জন্য পার্লামেন্টকে বলতে পারেন। রাষ্ট্রপতির এ অনুরোধ সাধারণত প্রত্যাখ্যান করা হয় না। বিল পাসের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের দু'টি কক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে বিলটি প্রত্যেক কক্ষে দ্বিতীয় বার পাঠ করা হয়। দ্বিতীয় পাঠের পরও উভয় কক্ষের মধ্যে যদি মতপার্থক্য থেকে যায়, তাহলে প্রধানমন্ত্রী উভয় কক্ষের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে একটি যুক্ত কমিটি (Joint Committee) গঠনের ব্যবস্থা করেন। বিতর্কিত বিলের মতপার্থক্যের বিষয়গুলো দূর করে যুক্ত কমিটি একটি সাধারণ খসড়া বিল হিসাবে বিষয়টিকে উত্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। এ খসড়াটি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের অনুমোদনের জন্য পেশ করে। এ পর্যায়ে সরকারের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় না। যুক্ত কমিটি ব্যর্থ হলে বিলটি পুনরায় সিনেট ও জাতীয় সভায় পাঠ হয়। এরপর সরকারের অনুমতিক্রমে জাতীয় সভা খসড়াটি গ্রহণ করতে পারে অথবা শেষ পাঠে বিলটি সম্পর্কে সিনেটের কিছু সংশোধনসহ নিজে আগে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা' গ্রহণ করতে পারে।

আইনের খসড়া প্রস্তাবকে 'বিল (Bill) বলা হয়।

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে হ্রাস করে শাসন বিভাগের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্বে পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত সরকার কোনভাবেই কর ধার্য করতে বা রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারত না। সরকারকে চাপের মধ্যে রাখা এবং বিব্রত করার জন্য পার্লামেন্ট নানা রকম ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিত এবং বাজেট পাসের বিষয়টিকে বিলম্বিত করত। অতীতের খুব কম সরকারই সাফল্যের সাথে এ বাধা অতিক্রম করতে সফল হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব বিলের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট সীমিত ক্ষমতা ভোগ করে।

সারকথা

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট ফরাসী পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের নাম সিনেট (Senate) এবং নিম্নকক্ষের নাম জাতীয় সভা (National Assembly)। পূর্ববর্তী সংবিধানের তুলনায় পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে জাতীয় সভার ক্ষমতা হ্রাস করে সিনেটের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া, যদিও সংবিধানে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে কিন্তু কার্যত পার্লামেন্টের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে ব্যাপকভাবে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিল পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত বিল অপর কক্ষেও গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সিনেটের প্রত্যেক সদস্যদের কার্যকাল -
   ক. ৫ বছর; খ. ৩ বছর;
   গ. ৯ বছর; ঘ. ১২ বছর।

২. বর্তমানে জাতীয় সভার সদস্য সংখ্যা -
   ক. ৩২১ জন; খ. ৫৭৭ জন;
   গ. ৩০০ জন; ঘ. ৮৬০ জন।

৩. রাষ্ট্রপতির পদ কোন কারণে শূন্য হলে বা দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি অক্ষম হলে এ দায়িত্ব পালনের অধিকার পান-
   ক. সিনেটের সভাপতি; খ. জাতীয় সভার সভাপতি;
   গ. স্পীকার; ঘ. প্রধানমন্ত্রী।

৪. পার্লামেন্টে প্রতিটি কক্ষে কয়টি স্থায়ী কমিটি আছে ?
   ক. ২টি; খ. ৪টি;
   গ. ৬টি; ঘ. ৮টি;

৫. রাজস্ব বিলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা ভোগ করে -
   ক. আইন বিভাগ; খ. শাসন বিভাগ;
   গ. বিচার বিভাগ; ঘ. রাজস্ব বিভাগ;

উত্তরমালাঃ ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। খ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. রাজস্ব বিলের ক্ষেত্রে ফরাসী পার্লামেন্টে কি ধরনের ক্ষমতা ভোগ করে থাকে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফ্রান্সের পার্লামেন্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
২. ফ্রান্সের আইনসভায় সাধারণ বিল পাসের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

পাঠ-৩ ফ্রান্সের শাসন বিভাগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ফরাসী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, কার্যাবলী ও সাংবিধানিক স্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির তুলনা করতে পারবেন;
- ফরাসী সরকার কিভাবে পরিচালিত হয় তা আলোচনা করতে পারবেন।

ফরাসী সংবিধান রচয়িতারা একটি শক্তিশালী শাসন বিভাগের উপর বিশেষ জোর দেন। ১৮৭০ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সরকারসমূহের অস্থায়ীত্বের কারণে শাসন বিভাগকে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বেশী ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। ফ্রান্সের শাসন বিভাগ ৩টি অংশ নিয়ে গঠিত। এ অংশ ৩টি হল ঃ রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা ও প্রধানমন্ত্রী। এখন আমরা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ফরাসী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, কার্যাবলী ও সাংবিধানিক স্থান

ফ্রান্সের বর্তমান সংবিধানে সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে রাষ্ট্রপতি পদটি। রাষ্ট্রপতি এখানে একজন প্রকৃত শাসক। রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে ফাইনার (Herman Finer) তাঁর The Major Governments of Modern Europe শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন- "The President is the 'Keystone' of the arch of the new Republic - he is both the symbol and the instrument of reinforced executive authority."

রাষ্ট্রপতি ৪ (চার) ধরনের ক্ষমতা ভোগ করেন ঃ

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা

ফরাসী রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্র ও সরকার উভয়ের প্রধান। সরকারের সকল কাজ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। তিনি ক্যাবিনেটের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং তাঁর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। এছাড়া তিনি গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা, কিছু পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতা, ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা এবং সংবিধানে প্রতিস্বাক্ষর করার ক্ষমতা ভোগ করেন।

আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে বাণী প্রেরণ করতে পারেন। তাঁর এ বাণীর উপর কোন বিতর্ক চলে না। শাসনতান্ত্রিক পরিষদের ৯ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জনকে নিযুক্ত করেন। তবে তার ভেটো ক্ষমতা নেই। তিনি জাতীয় সভা ভেঙ্গে দিতে পারেন এবং যে কোন বিলকে জনগণের অনুমোদনের জন্য গণভোটে পেশ করতে পারেন।

বিচার বিষয়ক ক্ষমতা

অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন (১৭ নং)। সালিশী বিচারক হিসাবে ফরাসী রাষ্ট্রপতি কিছু দায়িত্ব পালন করেন। স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র উভয়ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা অনুসারে সালিশীর দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রসারিত হয়। এ ক্ষমতা হলো তার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও ফরাসী রাষ্ট্রপতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত। আর পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধান অনুসারে ফ্রান্সে আধা রাষ্ট্রপতি শাসিত ও আধা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। তবে দ্য গল এর নেতৃত্বে পরিচালিত ফরাসী শাসনব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সব কারণে সাংবিধানিক ক্ষমতা, ভূমিকা ও পদমর্যাদার দিক থেকে কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো ঃ

- ফ্রান্সে বর্তমানে প্রত্যক্ষ সার্বজনীন ভোটে রাষ্ট্রপতি সাত বছরের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচনী সংস্থার (Electoral College) দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।
- ফরাসী রাষ্ট্রপতি ৭ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং এরপর যতবার খুশী পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ২২তম সংশোধন অনুসারে মোট দু'বার নির্বাচিত হতে পারেন এবং তার মেয়াদ ৪(চার) বছর।
- ফরাসী রাষ্ট্রপতির কোন নির্দিষ্ট যোগ্যতার দরকার হয় না। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে নির্দিষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হয়।
- ফরাসী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি সরাসরি মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন এবং পদচ্যুতও করতে পারেন।
- আইনসভার নিম্নকক্ষকে ফরাসী রাষ্ট্রপতি বাতিল করতে পারেন। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি তা' পারেন না।
- ফরাসী রাষ্ট্রপতি কোন চুক্তির শর্তাদি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন এবং চুক্তি অনুমোদন করতে পারেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতির এ ধরনের কোন ক্ষমতা নেই।
- সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষমতা ফরাসী রাষ্ট্রপতির আছে, মার্কিন রাষ্ট্রপতির নেই।
- ফরাসী সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থাকালীন বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির সেরকম কোন সাংবিধানিক ক্ষমতা নেই।
- গণভোট সম্পর্কিত ক্ষমতা ফরাসী রাষ্ট্রপতি ভোগ করেন, মার্কিন রাষ্ট্রপতি করেন না।
- ফরাসী রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারেও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মার্কিন সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস এ ক্ষমতা ভোগ করে, রাষ্ট্রপতি নয়।

ফরাসী সরকার

ব্যাপক অর্থে ফরাসী সরকার বলতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাকে বোঝায়। কিন্তু সংবিধানে রাষ্ট্রপতি এবং সরকারের (প্রধানমন্ত্রী ও নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীবর্গ) মধ্যে এক ধরনের তত্ত্বগত পার্থক্যের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে শাসন বিভাগীয় রীতি-নীতি নির্ধারণ ও দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি সরকার বা মন্ত্রিসভা গঠনের কথা বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রীসভাই ১৯৫৮ সালের সংবিধানে সরকার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ সরকারের উপর জাতীয় নীতি নির্ধারণ ও জাতীয় নীতি পরিচালনার দায়িত্ব ন্যাস্ত আছে। সরকার তার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকে।

সরকার দু'টি সংস্থার মাধ্যমে তার দায়িত্ব সম্পাদন করে। এ দু'টি সংস্থা হল ঃ মন্ত্রিসভা (Council of Ministers) এবং ক্যাবিনেট সভা (Council of Cabinet)। মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি। অপরদিকে ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। তবে রাষ্ট্রপতির সুস্পষ্ট নির্দেশক্রমে প্রধানমন্ত্রী ক্ষেত্রবিশেষে মন্ত্রিপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। ক্যাবিনেট ও মন্ত্রিসভার সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে ফ্রান্সে একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাহলো এখানে ক্যাবিনেট অপেক্ষা মন্ত্রিসভা ক্ষুদ্রতর সংস্থা, তবে মন্ত্রিসভা অধিকতর শক্তিশালী। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সকল ক্যাবিনেট নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য সকল মন্ত্রীদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেটের বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সেগুলো আইনসিদ্ধ হয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে। উল্লেখ্য, মন্ত্রিসভার সভাপতি হিসাবে রাষ্ট্রপতি হলেন সিদ্ধান্তসমূহের অংশীদার। অথচ এর জন্য তার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। বরং প্রধানমন্ত্রীকে এ জন্য দায়িত্বশীল থাকতে হয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় সভায় নিন্দা প্রস্তাব পাস হলে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। শাসন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করার যে ধারার সূত্রপাত দ্য গল করেন সেই ধারা পরিবর্তীতে অল্প-বিস্তর অব্যাহত থাকে। তার আমলেই মন্ত্রিসভার বৈঠক বিশেষভাবে বাড়তে থাকে এবং ক্যাবিনেটের বৈঠক কমতে থাকে। ক্যাবিনেট এখন মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তগুলোকে কার্যকর করার ব্যবস্থা করে। এ ক্ষেত্রে

শাসন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করার যে ধারার সূত্রপাত দ্য গল করেন সেই ধারা পরিবর্তীতে অল্প-বিস্তর অব্যাহত থাকে।

ক্যাবিনেট আন্তঃমন্ত্রিপরিষদীয় (Inter-ministerial) কমিটির মাধ্যমে উদ্যোগী হয়। সংবিধান দেশের শাসন নীতি নির্ধারণ এবং পরিচালনার দায়িত্ব ক্যাবিনেটকে দিয়েছে কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট ফরাসী রাষ্ট্রপতির সংসদীয় এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। ফরাসী সরকারের একটি সেক্রেটারিয়েট (Secretariat) আছে এর মাধ্যমে সরকার তার যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

সারকথা

ফরাসী শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ অন্যান্য বিভাগের তুলনায় অধিক ক্ষমতার অধিকারী এবং রাষ্ট্রপতি একই সাথে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান। দ্য গল রাষ্ট্রপতি পদের ক্ষমতার যেরূপ ব্যবহার করেছেন তাতে ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান বলা যায়। তবে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধান অনুযায়ী দেশে আধা রাষ্ট্রপতি শাসিত ও আধা সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ফরাসী রাষ্ট্রপতি, মার্কিন রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। শাসন বিভাগীয় দায়িত্ব পালনের জন্য ২টি সংস্থা রয়েছে ঃ (১) মন্ত্রিসভা, যার সভাপতি রাষ্ট্রপতি; (২) ক্যাবিনেট সভা, এর সভাপতি প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার মাধ্যমে ক্যাবিনেট সভায় প্রভাব বিস্তার করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ফরাসী সংবিধান অনুযায়ী সবচেয়ে শক্তিশালী বিভাগ হচ্ছে -
ক. আইন বিভাগ; খ. শাসন বিভাগ;
গ. বিচার বিভাগ; ঘ. সুপ্রীমকোর্ট।

২. ফ্রান্সের প্রকৃত শাসক হলেন -
ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী
গ. মন্ত্রীসভা ঘ. ক্যাবিনেট

৩. কোন্ ক্ষমতাটি ফরাসী রাষ্ট্রপতি ভোগ করেন না ?
ক. ভেটো ক্ষমতা; খ. গণভোট সম্পর্কিত ক্ষমতা;
গ. জরুরি অবস্থাকালীন বিশেষ ক্ষমতা; ঘ. কোনটাই নয়।

৪. ফরাসী সরকারের শক্তিশালী কাঠামো কোন্‌টি?
ক. মন্ত্রিসভা; খ. পররাষ্ট্রমন্ত্রী;
গ. যে কোন মন্ত্রী; ঘ. উপরের কোনটাই না।

৫. ফরাসী সরকার কয়টি সংস্থার মাধ্যমে তার দায়িত্ব সম্পাদন করে ?
ক. ১টি; খ. ২টি;
গ. ৩টি; ঘ. ৪টি।

উত্তরমালাঃ ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। ক ৫। খ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ফরাসী রাষ্ট্রপতি কিভাবে ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক অবস্থান ও ক্ষমতা ব্যাখ্যা করুন।

ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থা

পাঠ-৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ফরাসী বিচার ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নির্দেশ করতে পারবেন;
- ফ্রান্সের 'শাসন বিভাগীয় আদালত' সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- 'শাসন বিভাগীয় আইন' সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে করবেন।

ফরাসী বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের ন্যায় স্বাধীন কোন অঙ্গ নয়। বিচার বিভাগকে ফরাসী ব্যবস্থায় একটি অধঃস্তন অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এ ধারণার ভিত্তিতেই ফরাসী বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থায় রোমান আইন (Roman Law)-এর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। বস্তুত Roman Law-□হলো ফরাসী আইন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। দীর্ঘকাল রোমের শাসনাধীনে থাকার কারণে এমন হয়েছে। পূর্বে ফ্রান্সে সামন্ত ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। মহান ফরাসী বিপ্লবের পর একটি নতুন বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৭৯১ এবং ১৭৯৫ এ দেশের আইনব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধিত হয়। তবে আধুনিক ফরাসী আইন ব্যবস্থা বলতে যা বুঝায় তার প্রবর্তক হলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। পরবর্তীতে দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতির সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন সাধিত হয়। এখন আমরা ফরাসী বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব।

ফরাসী বিচারব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের মাধ্যমে ফ্রান্সে যে বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করলে কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিচে সংক্ষেপে এ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

- বর্তমানে সমগ্র ফ্রান্সে একটি অখন্ড বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। এবং সমগ্র দেশে একই বিধি ব্যবস্থা বলবৎ আছে। এ বিধি ব্যবস্থা সুসংবদ্ধ, সুস্পষ্ট ও ঐক্যবদ্ধ।
- বিচার পদ্ধতির যাবতীয় আইন-কানুন লিখিতভাবে এবং বিধিবদ্ধভাবে বর্তমান। অলিখিত আইন বলে কিছু নেই।
- ফ্রান্সের আইন ব্যবস্থায় সাধারণ আইন ও প্রশাসনিক আইনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। এ কারণে এখানে দুই শ্রেণীর আদালত আছে। যথা- (ক) বিচার বিভাগীয় আদালত (Judicial Courts) (খ) শাসন বিভাগীয় আদালত (Administrative Tribunals)।
- ফ্রান্সে উপরোক্ত আদালত ছাড়াও আরও কয়েকটি আদালতের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এ আদালতগুলো মূলত পেশা সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনে ভ্রাম্যমান আদালত আছে। ফ্রান্সে এরকম আদালতের ব্যবস্থা নেই।
- ফ্রান্সে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য পৃথক আদালত নেই। তবে উচ্চতর আদালতগুলোতে অনেক সময় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য দু'টি পৃথক বিভাগ খোলা হয়।
- অনেক দেশের বিচারব্যবস্থায় 'লেখ' (Writ) জারির ব্যবস্থা আছে। বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus) জাতীয় লেখ জারির মাধ্যমে এ সমস্ত দেশে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ফ্রান্সে ঠিক এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই।
- বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এখানে যৌথ বিচার ব্যবস্থার নীতি গৃহীত হয়েছে। যে কোন মামলার বিচারের ক্ষেত্রে এখানে যে কোন বেঞ্চ সাধারণত ৩ (তিন) জন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে।
- ফ্রান্সে বিচারপতিরা বিধিবদ্ধ আইনের (Statutory laws) সাহায্যে বিচারকার্য সম্পাদন করেন। এক্ষেত্রে বিচারসৃষ্ট আইনকে অনুসরণ করা হয় না।
- ফ্রান্সে জুরী (Jury) সাহায্যে বিচারের ব্যবস্থা খুব একটা দেখা যায় না। সীমিতভাবে কোন কোন আদালতে জুরী বোর্ড দেখা যায়।
- বিচারপতিরা এখানে সাধারণ সরকারী কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হন। তাদের চাকরি ও পদোন্নতি নির্ভর করে উচ্চতর ম্যাজিস্ট্রেটদের কাউন্সিলের সুপারিশের উপর। আইনজীবিদের ভেতর থেকে বিচারকদের নিযুক্ত করা হয় না।

- ফরাসী বিচারব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে। বিচারক নিয়োগের জন্য Higher Council of Magistracy এবং বিচার বিভাগীয় ব্যক্তিবর্গের জন্য Special Status এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ফরাসী বিচার বিভাগকে ব্যক্তি স্বাধীনতার একমাত্র সংরক্ষক হিসাবে মনে করা হয় না। কারণ, ফরাসী বিচার বিভাগ পার্লামেন্ট কর্তৃক আইনকে অসাংবিধানিকতার অভিযোগে বাতিল করতে পারে না।

শাসন বিভাগীয় আদালত

ফরাসী বিচারব্যবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শাসন বিভাগীয় আদালত। ১৭৯৯ সালের সংবিধানে এ শাসনবিভাগীয় আদালতের সৃষ্টি করা হয়। এ আদালত সৃষ্টির পিছনে ফরাসী বিপ্লবের কর্ণধারদের অবদান অনস্বীকার্য। ১৭৯০ সালের সংস্কার আইনও এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এ আইনে বলা হয় বিচার বিভাগীয় কাজকর্ম সুনির্দিষ্ট বা স্বতন্ত্র। তাই শাসন বিভাগের সাথে এর পার্থক্য সব সময় থাকবে। তাছাড়া প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দিক থেকে ক্ষমতা অপব্যবহারের ঘটনা প্রায়শই ঘটে। এ অবস্থায় শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে এ আদালতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ, জনসাধারণের সাথে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের বিরোধ, সরকারী কাজ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নাগরিকের কোন রকম ক্ষতি সাধন, সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কর্মচারীদের অবহেলা, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে এ আদালত বিচার করে থাকে। ফরাসী শাসন বিভাগীয় আদালতগুলো দুটি মূল স্তরে বিভক্ত। যথা ঃ (ক) শাসন বিভাগীয় ট্রাইবুনাল (Administrative Tribunals) ও (খ) রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State)

শাসন বিভাগীয় ট্রাইবুনাল

বর্তমানে সমগ্র ফ্রান্সে ২৪টি শাসন বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল আছে। প্রতিটিতে একজন সভাপতি ও ৪জন সদস্য থাকে। সদস্যদের নিয়োগ করেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বা সরকারী কর্মচারীদের কাজকর্মের বিরুদ্ধে অথবা নির্দেশের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগের বিচার এ ট্রাইব্যুনালে সম্পাদিত হয়। কার্যক্ষেত্রে এ ট্রাইব্যুনালে বিচার্য বিষয়ের প্রায় নব্বই শতাংশ কর ধার্য সম্পর্কিত।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ

শাসন বিভাগীয় আদালতের ক্ষেত্রে উচ্চতর সংস্থা হল 'রাষ্ট্রীয় পরিষদ'। এটি মূলত একটি আপীল আদালত। তবে এর ব্যাপক মূল ক্ষমতাও আছে। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে এ আদালত সরাসরি বিচার কার্য সম্পাদন করে থাকে। রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত হয় ১৫০জন সদস্যকে নিয়ে। School of Administration থেকে নিযুক্ত হয়েছেন এমন ব্যক্তিবর্গের ভিতর থেকে এ সদস্যদের নিযুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রীয় পরিষদ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। এ বিভাগগুলোর মধ্যে চারটি পরামর্শ দান বিভাগ এবং একটি বিচার বিভাগ আছে। বিচার বিভাগের আবার বিভিন্ন কক্ষ আছে। সাধারণ আদালতে নাগরিক স্বার্থ সংরক্ষিত না হলে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা এবং নাগরিক স্বার্থে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রীয় পরিষদের কাজ।

শাসন বিভাগীয় আইন

নেপোলিয়নের সময় থেকে ফ্রান্সে ৩ (তিন) ধরনের আইন প্রচলিত। যথাঃ (১) শাসনতান্ত্রিক আইন, (২) সাধারণ আইন ও (৩) শাসন বিভাগীয় আইন। A. V. Dicey- এর মতানুসারে শাসন বিভাগীয় আইন বলতে বুঝায়, শাসনকার্য পরিচালনা বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সংগে নাগরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী। ১৭৯৯ সাল থেকে ফ্রান্সে শাসন বিভাগীয় আদালত ও শাসন বিভাগীয় আইন চলে আসছে। শাসন বিভাগীয় আদালতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে সমস্ত বিধি প্রচলিত সেগুলোই হচ্ছে শাসন বিভাগীয় আইন। এ আইন দ্বারা শাসন বিভাগ সম্পর্কিত সমস্যাবলী সমাধানের চেষ্টা করা হয়। এ আইন 'অগণতান্ত্রিক, অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং এর দ্বারা ন্যায় বিচার আশা করা যায় না' বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। এ অভিযোগের কিছুটা সত্যি হলেও এর কার্যকারীতা কম নয়। আগে ধারণা ছিল এ আইন কেবল সরকারের স্বার্থই সংরক্ষণ করে। সাধারণ নাগরিকের স্বার্থ অবহেলিত হয়। কিন্তু বাস্তবে এর কার্যক্রম এ ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে। এছাড়া এর একটি বড় গুণ নমনীয়তা। এসব কারণে অনেক বিদেশী আইনজ্ঞ পন্ডিতরাও ফরাসী শাসন বিভাগীয় আইনকে সমর্থন করেছেন।

সারকথা

ফরাসী ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ শাসন ও আইন বিভাগের মত ক্ষমতার অধিকারী নয় বরং অধস্তন অঙ্গ। নেপোলিয়ন ফরাসী বিচার ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন সাধন করেন। এ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অলিখিত আইনের অনুপস্থিতি, শাসন বিভাগীয় আদালতসহ কিছু বিশেষ আদালতের উপস্থিতি। শাসন বিভাগ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে এবং শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে শাসন বিভাগীয় আদালত এবং তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শাসন বিভাগীয় আইন চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা অভিনব হলেও অনেক বিশেষজ্ঞ পন্ডিত এর পক্ষে রায় দিয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ফ্রান্সের বিচার-ব্যবস্থার অন্যতম উৎস হল -
ক. রোমক আইন; খ. গ্রীক আইন;
গ. বৃটিশ আইন; ঘ. মার্কিন আইন।

২. অলিখিত আইন নেই কোন্ দেশের বিচার ব্যবস্থায়?
ক. ইংল্যান্ড; খ. ফ্রান্স;
গ. ভারত; ঘ. বাংলাদেশ।

৩. ফ্রান্সে বিচার ব্যবস্থায় কোন্ ধরনের ব্যবস্থা বহাল আছে?
ক. লেখ (Writ) জারির ব্যবস্থা; খ. জুরী বোর্ড;
গ. বিচার সৃষ্ট আইনের অনুসরণ; ঘ. শাসনবিভাগীয় আদালত।

৪. বর্তমান সমগ্র ফ্রান্সে কয়টি শাসন বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল আছে?
ক. ২১টি; খ. ২২টি;
গ. ২৩ টি; ঘ. ২৪ টি।

৫. রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত হয় কয়জন সদস্য নিয়ে?
ক. ১০০ জন; খ. ১৫০ জন;
গ. ২০০ জন; ঘ. ২৫০ জন।

উত্তরমালাঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। খ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ফ্রান্সের শাসন বিভাগীয় আইন কি?
২. রাষ্ট্রীয় পরিষদ কি? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফরাসী বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।
২. ফরাসী শাসন বিভাগীয় আদালত সম্পর্কে যা জানেন, লিখুন।

পাঠ-৫ ফ্রান্সের দলীয় ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ফ্রান্সের দলীয় ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- ফরাসী রাজনৈতিক দলসমূহের পরিবর্তনশীলতা ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ফ্রান্সের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পাবেন।

যেকোন গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ হল রাজনৈতিক দলব্যবস্থা। ফরাসী শাসনব্যবস্থারও অন্যতম ভিত্তি হল সে দেশের দলগুলোর নীতি ও আদর্শ। তবে ফরাসী, রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার ইতিহাস দীর্ঘ দিনের নয়। ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় এবং মূলত সে সময় থেকেই ফ্রান্সের দলব্যবস্থার সূত্রপাত। এখন আমরা ফ্রান্সের দলব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ফরাসী দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ফ্রান্সে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। Jean Blondel এবং Godfrey তাঁদের The French Party System গ্রন্থে বলেন, "The French party system is unique in the western world, and probably in the world as well"। ফ্রান্সের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় -

- এখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। Dorothy Pickles□তাঁর The Fifth French Republic গ্রন্থে এ প্রসংগে বলেনঃ The French party system has a number of parmanent characteristics, the first is the mulitiplicity of parties"। এ বহুদলীয় ব্যবস্থা ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে জটিল করে তুলেছে। মূলত রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য বহুদলীয় ব্যবস্থাই দায়ী।
- ফরাসী রাজনৈতিক দলগুলো দেশে একটি স্থায়ী সরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সুসংবদ্ধ বিরোধী দল গড়ে তুলতে পারেনি। প্রকৃত প্রস্তাবে সংসদীয় ঐতিহ্যের অভাবই এর মূল কারণ।
- দলীয় শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব ফরাসী দলীয় ব্যবস্থার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়। দলীয় কর্তৃত্বের প্রতি স্থায়ী আনুগত্য ফরাসীদের স্বভাব বিরুদ্ধ।
- ফ্রান্সে নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থান এবং অতি অল্পকালের মধ্যে অবলুপ্তির ঘটনা প্রায়ই ঘটে। প্রতিনিয়ত এ পরিবর্তনশীলতা ও অস্থায়িত্ব ফরাসী রাজনৈতিক দলব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক ও আদর্শগত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। দলগুলোকে সাধারণভাবে বামপন্থী, মধ্যপন্থী ও ডানপন্থী এ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এখানে সাম্যবাদী বামপন্থীর সাথে চরম প্রতিক্রিয়াশীল দলও আছে। আবার ফ্যাসীবাদী আদর্শের অনুগামী দলও দেখা যায়। ফ্রান্সে এমন অনেক রাজনৈতিক দল আছে যাদের কোন সুসংহত এবং সুনির্দিষ্ট নীতি নেই।
- ফ্রান্সের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিপ্লব বা হিংসাত্মক কার্যকলাপের এক সাধারণ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে যে সমস্ত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে তার অধিকাংশেরই পতন ঘটেছে হিংসাত্মক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।
- ফ্রান্সের দলীয় ব্যবস্থার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো দলগুলোর মধ্যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে সহমতের অভাব। সাধারণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সরকারের স্থায়ী রূপ হিসাবে স্বীকার করে নিলেও বাম ও ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়।

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ফ্রান্সের দলব্যবস্থাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

রাজনৈতিক দলব্যবস্থার পরিবর্তন

বহুদলীয় ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে বর্তমানে এ অবস্থার বেশ পরিবর্তন হয়েছে। এ রূপান্তরের সূত্রপাত ঘটেছে সাধারণতন্ত্রের সূচনা থেকেই। কিছু কিছু দল অন্তর্হিত হয়েছে আবার কতক ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত হয়ে একটি শক্তিশালী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সামগ্রিক ফল হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে মাত্র চারটি প্রধান রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সামিল হয়েছে। এর পিছনে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হল ঃ

১. জেনারেল দ্য গল (De Gaulle) -এর সময়ে দ্য গলপন্থী দল (Gaullist party) রক্ষণশীল ও মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেয়। এ পরিস্থিতিতে অন্যান্য দলগুলো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে।
২. ১৯৫৮ সালের নির্বাচন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পুনর্গঠিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। জেনারেল দ্য গলের জনপ্রিয়তা ছিল বিতর্কের উর্ধ্বে। তার বিপরীতে প্রতিযোগিতা করার জন্য অপেক্ষাকৃত সুশৃংখল দল ও নতুন প্রার্থীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।
৩. National Assembly- এর একটি নতুন নিয়ম অনুসারে একটি সংসদীয় গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি লাভের জন্য একটি দলের জাতীয় সভায় অন্তত ৩০ জন ডেপুটি থাকা দরকার এবং সিনেটে অন্তত ১৫ জন ডেপুটি থাকা দরকার। এক্ষেত্রে ছোট ছোট দলগুলোর আর ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।
৪. এক্ষেত্রে নতুন আরো একটি নিয়ম উল্লেখযোগ্য। এ নিয়মানুসারে, কোন নির্বাচন প্রার্থী তার নির্বাচন কেন্দ্রে অন্ততঃ ১২.৫ শতাংশ ভোট না পেলে তাকে দ্বিতীয় ব্যালট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে হয় বা ৫ শতাংশ ভোট না পেলে জামানত হারাতে হয়। এছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থীকে জাতীয় সভায় নির্বাচিত হতে গেলে প্রদত্ত মোট ভোটের অর্ধেকের বেশি (৫০%+১%) ভোট পেতে হয়। প্রাপ্ত ভোটের এ সংখ্যা নথিভুক্ত মোট ভোট দাতার ২৫ শতাংশের কম হওয়া চলবে না।
৫. রাষ্ট্রপতি যখন তখন জাতীয় সভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। দ্য গল বিরোধীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বহুবার এ ভয় দেখিয়েছেন। সুতরাং এ অবস্থা এড়ানোর জন্য দলগুলো সংঘবদ্ধ হয়।
৬. সংকীর্ণ স্বার্থের পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধিও এর একটি কারণ।
৭. দলীয় মতাদর্শগত পার্থক্য কমে আসার কারণেও রাজনৈতিক দলগুলো জোটভুক্ত হয়।
এ সমস্ত কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং রাজনীতিতে স্থিতি এসেছে।

রাজনৈতিক দল

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের রাজনৈতিক দলগুলোকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) দক্ষিণপন্থী (Rightists), (২) বামপন্থী (Liftists) এবং (৩) মধ্যপন্থী (Centrist)। এ ৩ (তিন) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ পন্থী রাজনৈতিক

ক. দ্য গল পন্থী দল (The Gaullist Party)
খ. স্বতন্ত্র সাধারণপন্থী (Independent Republican)
গ. সাধারণতন্ত্রের জন্য সমাবেশ (Rally for the Republic)
ঘ. ফরাসী গণতন্ত্রের জন্য সংঘ (Union for French Democracy - UDF)

বামপন্থী রাজনৈতিক দল

ক. সমাজতান্ত্রিক দল (The Socialist Party)
খ. কমিউনিস্ট দল (Communist Party)
গ. র‍্যাডিক্যাল দল (The Redical Party)
ঘ. ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক দল (The United Socialist Party - PS U)

মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো

ক. গণতান্ত্রিক মধ্যপন্থী (Demoratic Centrist Party)

দ্য গলপন্থী দল

ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দ্য গলপন্থী দলের ভূমিকাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণে এ দলটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। জেনারেল চার্লস দ্য গল ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সে এক ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করেন। এ আন্দোলনের নাম হয় The Rally of the French People (RPF)। ১৯৪৭ সালে RPF এর সদস্য সংখ্যা দাড়ায় ৮ লক্ষ এবং এরা সংসদে এক তৃতীয়াংশের অধিক আসন লাভ করে। ১৯৫৬ তে এসে এ দলটি হীনবল হয়ে পড়ে এবং দ্য গল রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। ১৯৫৮ সালে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধান তৈরী করার সুবাদে তিনি আবার রাজনীতিতে সংক্রিয় হন এবং প্রথমে প্রধানমন্ত্রী পরে রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। এ সময় গলপন্থীরা সংগঠিত হয়ে তৈরী করে Union of the New Republic - UNR। ১৯৬৭ সালে দলটির নতুন নামকরণ হয় The Union of Democrats for the Republic- UDR। জেনারেল দ্য গলের মৃত্যুর পরও সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল হিসাবে এটি স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে গলপন্থীরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ দলটি যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। তবে দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী, ক্যাথলিক এবং নারীরা এ দলকে সমর্থন দিয়েছে।

সারকথা

ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সাথে সাথে ফ্রান্সের দলব্যবস্থার উদ্ভব হয়। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীলতা, অস্থায়িত্ব, দলীয় শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব, রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পর্কে সহমতের অভাব ফরাসী দলব্যবস্থার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বহুদলীয় ব্যবস্থা হলেও দলগুলোর ক্রমাগত ভাঙ্গন ও সংযুক্তির মধ্যদিয়ে বর্তমানে দেশে ৪টি প্রধান রাজনৈতিক দল তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। তবে ফ্রান্সের রাজনেতিক ব্যবস্থায় দ্য গল পন্থী দলই (The Gaullist Party) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ফ্রান্সের রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

ক. পরিবর্তনশীলতা; খ. শৃংখলার অভাব;
গ. আদর্শগত বৈচিত্র্য; ঘ. উপরের সবগুলো।

২. নতুন নিয়মানুসারে একটি সংসদীয় গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি লাভের জন্য একটি দলের জাতীয় সভায় সদস্য থাকা দরকার -

ক. ৩০ জন; খ. ৪০ জন;
গ. ১৫ জন; ঘ. ২৫ জন।

৩. ফ্রান্সের নির্বাচনে প্রার্থীকে জামানত হারাতে হয় কত শতাংশ ভোট না পেলে?

ক. ৫ শতাংশ; খ. ১০ শতাংশ;
গ. ১৫ শতাংশ; ঘ. ২০ শতাংশ।

উত্তরমালাঃ ১। ঘ ২। ক ৩। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তমূলক প্রশ্ন

১. ফ্রান্সের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো কি?

২.দ্য গল পন্থী দল সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফরাসী দলীয় ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

২. ফরাসী রাজনৈতিক দলব্যবস্থা কেন পরিবর্তিত হয়েছে ? আপনার মতামত তুলে ধরুন।

গ্রন্থনির্দেশ

1. Dorothy Pickles, The Government and Politics in France, London : Methuen, 1973
2. Jean Blondel, The Government of France, New York : Thomas Y Crowel Co., 1974
3. A C Kapur, Select Constitutions, New Delhi : S Chand & Company Ltd., 1996
4. অনাদিকুমার মহাপাত্র, নির্বাচিত শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, কলকাতা ঃ সুহৃদ পাবলিকেশন, ১৯৯৭
5. নিমাই প্রামানিক, নির্বাচিত আধুনিক শাসন ব্যবস্থার রূপরেখা, কলকাতা ঃ ছায়া প্রকাশনী, ১৯৯৩